ইষ্টিকুটুমের কুটুম্বিতা

অজস্র ফুল, ফল আর পাখিদের স্বর্গরাজ্য ইষ্টিকুটুম। বাংলার বেনেবউ পাখির নামে নাম হয়েছে উত্তরবঙ্গের এই অনিন্দ্যসুন্দর বেড়ানোর জায়গাটির। ইষ্টিকুটুমের উদ্বোধন করে ঘুরে এসে বর্ণনায় **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য**

ডুয়ার্সে বেড়ানোর সেরা গন্তব্য ইষ্টিকুটুম। মাত্র চার বছর হল ইষ্টিকুটুমের যাত্রা শুরু। বলতে পারেন সবে জন্ম হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কাটার দায়িত্ব ছিল আমার উপরে। মনে পড়ে প্রথম আলোর চরণধ্বনি। শুভ সূচনাকে ঘিরে আনন্দ, চমৎকার বর্ণময় অনুষ্ঠান। ধমসা, মাদল, বাঁশির সুরেলা শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস ইষ্টিকুটুমের প্রাঙ্গণ। আদিবাসী রমণীদের পা মিলিয়ে ছন্দে ছন্দে নাচ। চা-বাগান, গ্রামগঞ্জের, বনভূমির সহজ-সরল মানুষজনের উপস্থিতি, পুষ্পবৃষ্টি। সত্যি বড় মোহময়ী হয়ে উঠেছিল সেই দিনটি। পঁচাত্তর বিঘা জমির উপরে ইষ্টিকুটুমের কর্মকাণ্ড না দেখলে আপনার ডুয়ার্স বেড়ানো সত্যি অসমাপ্ত থাকবে।

ইষ্টিকুটুমের প্রবেশপথে দেখতে পাবেন দিগন্ত বিস্তৃত গোবিন্দভোগ, কালো নুনিয়া ধানের খেত। শস্যে পরিপূর্ণ মাঠ, গোয়াল ভরা গরু। অঢেল দুধ। চারিদিকে ঘন সবুজে সবুজ। আকাশে ঝুলে আছে জলভরা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। অন্দরমহলে ফল বাগিচা দেখলে বিস্ময় জাগে। কী নেই? জাম, জামরুল, সবেদা, নাশপাতি, জাম্বুরা (বাতাবি লেবু), ডেউয়া, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, পেয়ারা, আতা, চালতা, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তাল, খেজুর, নারকেল, সুপারি। খেজুর গাছে লণ্ঠনের মতো ঝুলছে বাবুইয়ের বাসা। ভেষজ গাছের ছড়াছড়ি ইষ্টিকুটুমে। বাসক, পিপুল, শতমূলী, দণ্ডকলস, হরিতকী, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, গোলমরিচ কত কি! পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ ইষ্টিকুটুম। বাপির ইচ্ছে পাখিদের যেন কষ্ট না হয়। ইষ্টিকুটুমের আঙিনায় নানা রংয়ের, নানা আকৃতির জবা, যুঁই, বেল, গন্ধরাজ, টগর, করবী, বটলব্রাশ, হাসনুহানা। নামের তালিকা অসম্পূর্ণ।

উদ্বোধনের দিন ইষ্টিকুটুমে সস্ত্রীক কাটাই। বাপির বাবা নব্বুই ছুঁইছুঁই এখনও যুবকের মতো হেঁটে চলে বেড়ান। একদা ইষ্টিকুটুমের কাছেই পাটকাবাড়া চা-বাগানে চাকরি করতেন। ইষ্টিকুটুম নামকরণ একমাত্র কন্যা লিজার। ব্ল্যাক হেডেড ওরিয়ল, বাংলায় বেনেবউ, হলদে পাখি অনেকের কাছে ইষ্টিকুটুম নামেই পরিচিত। গ্রামগঞ্জে স্তব্ধ দুপুর, ভোরে শুনবেন ইষ্টিকুটুম ডাকছে, 'খোকা হোক, খোকা হোক'। কুক্ কুক্, ভারী সুন্দর। স্বভাব-চরিত্রে ইষ্টিকুটুম বড্ড বেশি লাজুক। গাছের উপরে দু'টি ডালে সুন্দর বাসা বাঁধে। দোয়েল, শালিকের মতো মানুষের কাছে চট করে আসে না। ইষ্টিকুটুম নামাঙ্কিত দোতলার একটি ঘরে রাত্রি যাপন করেছিলাম। ইষ্টিকুটুমে অন্যান্য পাখিরাও মিলেমিশে আছে। আমি পক্ষী বিশারদ নই তবে কিছু চেনা পাখি চিনতে ভুল করি না। যেমন ছোট্ট মৌটুসি, বুলবুলি, দোয়েল, ফিঙে, ছাতারে, ময়না, টিয়া। ধনেশ পাখিও আছে নিজ নিজ পছন্দের গাছে। ভোরবেলা আর গোধূলি বেলায় পাখিদের সঙ্গীত শুনবেন। সারাদিন শুনবেন কোকিলের কুহুকুহু। স্তব্ধ দুপুরে ঘুঘুর কটরমটর শব্দ। শালিক, চড়ুই, কাকেরা সারাক্ষণ মহাসুখে ঘুরছে-ফিরছে। এত পাখির সমাবেশের একটাই কারণ পর্যাপ্ত খাবার।

শুধু পাখি বললে ভুল হবে, কীটপতঙ্গ থেকে নিশাচর পাখিদের অবস্থান ইষ্টিকুটুমে। সন্ধ্যা হলে শুনবেন পেঁচার ডাক, বাদুড়ের ঝগড়া। নিঃশব্দে আতপচালের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে ভাম, গুঁই সাপ মাথা উঁচু করে দেখে, বেজি। সকালে দেখতে পাবেন আধখাওয়া পাকা পেঁপে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন পাকা কাঁঠাল ভূমিতলে পড়ে আছে। বাদুড় খেয়ে শেষ করতে পারেনি। ধুপধাপ তাল পড়ছে। শীতে যারা আসবেন তাঁরা ভাগ্যবান, কারণ খেজুরের রস পাবেন। গোবিন্দভোগ চালের পায়েস। শেয়ালের ডাক শোনা যায় তবে সংখ্যায় কমে গিয়েছে। শকুন, চিল খুবই কম। মাঝে মাঝে হাতিরা চলে আসে। কলাগাছ মুড়িয়ে খায়। চালতা খায়। ডালপালা টেনে নেয়। গোদা পায়ে থপথপ করতে করতে চলে যায় চিলাপাতা জঙ্গলের দিকে। ইষ্টিকুটুমের মুখোমুখি কালজানি নদী, চা-বাগান, জঙ্গল। বারান্দায় বসে যখন চেয়ে চেয়ে দেখি তখন মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার পঙক্তিগুলি - আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়। সত্যি বলছি ইষ্টিকুটুম আমার কাছে বড় মোহময়ী। বড় সুন্দর যাপনচিত্র।

ইষ্টি কুটুম
ISTIKUTUM

ঘনঘন যেতে পারি না ইষ্টিকুটুমে। মাঝে মাঝে যাই। কয়েকটি বছরেই সংস্থাটি ভ্রমণপিপাসুদের ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের পর্যটক যারা শান্ত নিরিবিলি গ্রামীণ পর্যটন ভালোবাসেন ইষ্টিকুটুমের পরিবেশ, আদর, আতিথেয়তায় মুগ্ধ। অনেক ভ্রামণিকের লেখায় ইষ্টিকুটুম সমৃদ্ধ, পর্যটন মানচিত্রে বহুল চর্চিত। সম্প্রতি বাপির আহ্বানে ইষ্টিকুটুমের পথে পা বাড়াই অন্য পথে। সাধারণত দমনপুর, হাইওয়ে, নিমতিঝোরা চা-বাগান, গাছবাড়ি হয়ে ইষ্টিকুটুমে যাতায়াত করি। এবারে আলিপুরদুয়ার কোর্ট স্টেশনের পাশ দিয়ে ঘাঘরা, ডিমা, গরম নদী, বনচুকামারি, রাখালের মাঠ হয়ে পাইটকাপাড়া চা-বাগানের ভিতর দিয়ে। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ঢোলবাদক বলরামের বাড়ি পাইটকাপাড়া। জরাজীর্ণ চা-বাগানের করুণ অবস্থা দেখে বড্ড কষ্ট পাই। পাইটকাপাড়ার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে অনেকে গবেষণা করছেন। দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম বাপির গাড়িতে। সত্যি অনেক পরিবর্তন। আমার হাতে লাগানো ছোট চারা গাছ গোলাপ জামুন ডালপালা মেলে যেন হাসছে। আরও একটা ঘর বাড়ানো হয়েছে। পুরাতন কাঠের দোতালাটা সংস্কার করে পর্যটকদের থাকার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুরে নানা পদের রান্না হল। মঞ্জুরী, বোরোলি, কাতলা, কচুরলতি, ডাল, ভাজা কিছু বাদ নেই। শেষ পাতে টক দই, চাটনি। খেয়েদেয়ে একটু গড়াগড়ি মানে ভাতঘুম। বিকেলে চা পান করে দেখতে গেলাম দীপঙ্করদার গাছবাড়ি নিমতিঝোরা হাট পেরিয়ে। ডেনিস লাকরা রোডে। নিজের চেষ্টায় তৈরি অনবদ্য গাছ বাড়ি। অদূরে রাক্ষসপুরী ক্যানোপি হাউস। পাশেই চিলাপাতা জঙ্গল, কালজানি নদী।

এখান থেকে আপনি বেড়াতে যেতে পারেন চিলাপাতা, নল রাজার গড়, কোদালবস্তি, রসমতি, মধুপুর এবং আরও নানা জায়গায়।

থাকা-খাওয়া ঃ প্রতিদিন ব্যক্তিপ্রতি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা।

ইষ্টিকুটুমে বেড়াতে গেলে যোগাযোগ করুন, সুব্রত কুণ্ডু (বাপি) ৯৪৩৪৪-১২১৩০, শিবুন ৯৮৩২৩-৬৫১২৩।

e-mail :mail2subratakundu@gmail.com

website : www.istikutumfarmhouse.com

plan করুন

লোহড়ী উৎসব

পৌষ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ঠিক জানুযারির মাঝামাঝি যে উৎসব হয় প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাকেই বলে লোহড়ী। বিভিন্ন রাজ্যে তার বিভিন্ন নাম। মূলত মধ্য ভারতে এই লোহরী উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর নাম মকর সংক্রান্তির মেলা ও স্নান বা পৌষ পার্বণ। অসমে এর নাম ভোগালি বিহু, দক্ষিণ ভারতে নাম পোঙ্গল এবং অন্ধ্র প্রদেশে এই উৎসবের নাম ভোগী। লোহড়ী উৎসবকে মাঘী বা সাজা উৎসবও বলা হয়। চাষ আবাদ শেষ করে শীত পড়ার মুখে মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। কোথাও কোথাও এই উৎসব ৮ দিন ধরে চলে। আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত ধরে আগুন ঘিরে নাচ গান এই উৎসবের সবথেকে বড় মজা। এই দিন থেকেই শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণের পালা। সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে এই দিন। সূর্যের এই উত্তরায়ণ চলে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। আবার উত্তর ভারতে লোহড়ী হল শীতলতম দিন। তাই আগুন জ্বালিয়ে নাচ গান করে এই দিনটি সেখানকার লোক পালন করে। এই দিন সূর্য পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থান করে। এই দিন সারা ভারত জুড়েই উৎসব। প্রতিবছর জানুয়ারির ১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় লোহড়ী।